ভোরের কাগজ

APR 01 2002

তারিখ ... ...
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

চট্টগ্রামে ছাত্রদলের অন্তর্দ্বন্দ্ব, অফিসের ভেতরেই ক্যাডার গুলিবিদ্ধ, পরে মৃত্যু

চট্টগ্রাম অফিস : চট্টগ্রামে ছাত্রদল ক্যাডারদের অভ্যন্তরীণ কোন্দলের জের ধরে প্রতিপক্ষের গুলিতে নান্টু চক্রবর্তী (৩৩) নামে এক ক্যাডার খুন হয়েছে। গত শনিবার বিকালে নগর বিএনপির নাসিমন ভবন কার্যালয়ের ভেতরেই সে গুলিবিদ্ধ হয়। গুলিবিদ্ধ নান্টুকে চট্টগ্রাম মেডিকেলে ভর্তি করা হলে গতকাল রোববার সকাল ৭টার দিকে সে মারা যায়। এ ঘটনায় ছাত্রদলের মধ্যেই চরম অসন্তোষ ও প্রতিশোধপরায়নতা দেখা দিয়েছে। নান্টু ইকবাল গ্রুপের সদস্য বলে জানা গেছে।

নান্টু চক্রবর্তী হাজারি গলির মিরা শপিং সেন্টারে একটি স্বর্ণের দোকানের কারিগর। সে বিভিন্নভাবে মহাজনের কাছ থেকে স্বর্ণ নিয়ে প্রতারণাও করতো বলে জানা গেছে। এভাবে তার সঙ্গে পরিচয় হয় পাথরঘাটা এলাকার কুখ্যাত সন্ত্রাসী ছাত্রদল নামধারী ক্যাডার ইকবালের। ইকবাল প্রায় সময়ই আড্ডা দিতো হাজারি গলির মিরা শপিং সেন্টারে। কিছুদিন আগেও নান্টু চক্রবর্তী সোনা আত্মসাতের একটি ঘটনা ঘটিয়েছে। কিন্তু তাকে সেল্টার দিতো ইকবাল।

বিষয়টি ছাত্রদলের প্রতিপক্ষ গ্রুপের কাছে জানানো হলে তারা নান্টুকে এ ব্যাপারে সাবধান করে দেয়। কিন্তু সে এবং ইকবাল উল্টো হুমকি দেয় প্রতিপক্ষকে। এরই মধ্যে কয়েকদিন আগে ইকবালের প্রতিপক্ষ গ্রুপ নান্টুকে খোঁজ করার জন্য মিরা শপিং সেন্টারে গিয়েছিল। কিন্তু তাকে না পেয়ে ফিরে আসে সেই গ্রুপটি। গত শনিবার বিকাল ৫টার দিকে নান্টু নাসিমন ভবনে বিএনপির কার্যালয়ে গেলে তাকে সেখানেই গুলি করে প্রতিপক্ষের ক্যাডাররা।

কয়েকজন ছাত্রদল কর্মী গুলিবিদ্ধ নান্টুকে গুরুতর আহত অবস্থায় চমেক হাসপাতালে ভর্তি করে দিয়ে আসে। কিন্তু সেখানে তার নাম লেখানো হয় সুবির। যে ভর্তি করে দিয়ে আসে তার নাম দেওয়া হয় টিংকু দাশ। পুরো বিষয়টির এখানেই জট পাকিয়ে যায়। ঘটনার পর গত শনিবার পুলিশ ঘটনাস্থল ও মেডিকেলে গিয়ে এ ব্যাপারে খোঁজখবর নিয়েছে। গতকাল সকালে নান্টু চট্টগ্রাম মেডিকেলে চিকিৎসাধীন অবস্থায় মারা যায়।

বিষয়টি নিয়ে ছাত্রদল ও বিএনপি ক্যাডারদের মধ্যে চরম বিরোধ চলছে। যে কোনো মুহূর্তে আবার রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষ বেধে যেতে পারে ক্যাডারদের মধ্যে এমন আশঙ্কাই করছেন বিএনপি ও ছাত্রদল নেতারা। কিন্তু এ ব্যাপারে পুলিশ কি করবে তা নিয়ে বিপাকে রয়েছে। কারণ উভয়পক্ষের চাপ রয়েছে পুলিশের ওপর।